বেসরকারী পর্যায়ে ডেইরি উদ্যোক্তার খামারে ক্লাইমেট স্মার্ট প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন সংক্রান্ত গাইডলাইন

(Guidelines for the establishment of Climate Smart Demo Biogas plants at innovative Dairy Farm)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

বেসরকারী পর্যায়ে ডেইরি উদ্যোক্তার খামারে ক্লাইমেট স্মার্ট প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন সংক্রান্ত গাইডলাইন

ভূমিকা ঃ

বিজ্ঞানের আশীর্বাদে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিশ্বের প্রকৃতি ও তার পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা গ্রীনহাইজ ইফেক্টের কারণেই মূলতঃ প্রকৃতি হারাচ্ছে তার ভারসাম্য, স্বাভাবিক গতি ও অনুকুল পরিবেশ, ফলশ্রুতিতে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ গ্রীনহাউজ ইফেক্টের একটি কারণ হলেও জলবায়ু পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের পরিমান পরিবর্তন এবং আবহাওয়ার বিপর্যয়জনিত ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ তাপমাত্রা ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে খামারের জন্য ফডার/খাদ্যশষ্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন তথা তাপমাত্রা বৃদ্ধি গবাদিপশুর রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি ও নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে বাংলাদেশের খামারীগণ সাম্প্রাতিক দশক গুলোতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

গবাদিপশুর খামার স্থাপনে জলবায়ুজনিত ঝুঁকি হ্রাস এবং পরিবেশে বিরূপ প্রভাব নূন্যতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এলডিডিপি প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন এলাকায় ৪৬টি ক্লাইমেট স্মার্ট প্রদর্শণী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় উক্ত প্লান্টের সাথে সলিড ও লিকুইড পৃথকীকরণ, হাইড্রোড্রোজেন সালফাইড পৃথকীকরণ মেসিন ও গ্যাস জেনারেটর সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খামারী পর্যায়ে নতুন প্রযুক্তি হিসাবে ক্লাইমেট স্মার্ট বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে প্রদর্শণীর মাধ্যমে অন্যান্য খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা করা হবে। বায়োগ্যাস প্রযুক্তি প্রয়োগ করে খামারীরা এলাকায় জ্বালানী গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে খামারের আয় বৃদ্ধি করতে পারবে এবং পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

উদ্দেশ্য:

১. পারিবারিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নতুন, নবায়নযোগ্য এবং টেকসই শক্তির উৎস সরবরাহ করা।
২. উন্নত মানের জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির গুনগতমান বৃদ্ধি করা।
৩. গবাদিপশুর বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য এবং অন্যান্য জৈব আবর্জনার ব্যবহার করে জিএইজজি (Green House Gas) নিঃসরন সীমিত রেখে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে প্রযোজ্য শর্তাবলী-

১. প্রদর্শণী বায়োগ্যাস প্লান্টের আকার বা ধারণ ক্ষমতা হবে ৩০ ঘনমিটার।
২. বায়োগ্যাস প্লান্টটি অবশ্যই প্রকল্প এলাকার ডেইরি খামারীদের মাঝে স্থাপন করতে হবে।
৩. বায়োগাস প্লান্ট আগ্রহী খামারীর নিজস্ব জমিতে স্থাপন করতে হবে, যার পরিমান নূন্যতম ২০ শতক।
৪. বায়োগ্যাস প্লান্ট প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে।

ক) প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য খামার/খামারী নির্বাচনের মানদন্ড ঃ

১. খামারীকে প্রকল্প এলাকার উপজেলা/পৌরসভার স্থায়ী নাগরিক হতে হবে (পিজি/পিজি বহির্ভূত) ।

২. এলডিডিপি'র পিজিভূক্ত খামারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩. খামারীর অবশ্যই নূন্যতম ১০০টি সংকর জাতের গরু থাকতে হবে।

৪. প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫০০ কেজি গোবর বায়োগ্যাস প্লান্টে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. প্লান্ট থেকে পার্শবর্তী এলাকার খামারীদের গ্যাস সংযোগ প্রদান করতে হবে। পার্শবতী খামারের গোবর প্লান্টে সরবরাহ করতে পারবেন।

৬. খামারটি অবশ্যই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন হালনাগাদ হতে হবে।

৭. খামারীকে অবশ্যই উদ্ভাবনী ও প্রগতিশীল হতে হবে এবং খামারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে।

৮. খামারের এবং প্লান্টের সকল রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে এলডিডিপিকে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

৯. প্লাট স্থাপনে প্রকল্পের নির্ধারিত সহায়তার অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হলে খামারীকে উক্ত ব্যয় বহনে সম্মত থাকতে হবে।

১০. খামারীর খামার পরিচালনায় কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ও পরিচালন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১১. এলডিডিপি এবং ডিএলএস কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণে তাঁকে আগ্রহী হতে হবে।

১২. অত্র প্রকল্প থেকে একই ধরণের অন্য কোন সহায়তা পেয়েছেন এমন কোন খামারীকে নির্বাচন করা যাবে না।

১৩. এলডিডিপি থেকে অনুমোদিত নকশা ব্যবহার করে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে।

১৪. প্রদর্শণী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনকৃত খামারে চলাচলের জন্য ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে যাহাতে আশে পাশের স্থানীয় খামারীদের নজরে আসে।

১৫. বায়োগ্যাস প্লান্টটি অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বন্যামুক্ত ও খোলামেলা স্থানে স্থাপন করতে হবে।

১৬. খামারে বিদ্যুৎ সংযোগসহ পানি সরবারহের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৭. প্রকল্প মেয়াদ শেষ হবার পর সমুদয় কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে যার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অন্যান্য খামারীবৃন্দ অনুপ্রাণিত হবেন।

১৮. এলডিডিপি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রদর্শনী বা মাঠ দিবসে অংগ্রহণে আগ্রহ থাকতে হবে।

১৯. প্রকল্পের নির্ধারিত সহায়তার অতিরিক্ত ক) গ্যাস জেনারেটর হতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী ক্রয় খ) বায়োগ্যাস সিলিন্ডারজাতকরণ এবং বিপণন গ) বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে উৎপাদিত স্লারী থেকে জৈব সার তৈরী, ব্যাগ/প্যাকেটজাতকরণ এবং বাজারজাত/বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিজ খরচে করার সামর্থ এবং আগ্রহ থাকতে হবে।

২০. প্লান্ট হতে উৎপাদিত গ্যাস ও বিদ্যৎ খামারী নিজে ব্যবহার করবেন এবং অতিরিক্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ পার্শ্ববর্তী পরিবারসমূহে সরবরাহ করতে আগ্রহী থাকবেন।

খ) বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য খামার/খামারী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

খামারী নির্বাচন/বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নেতৃত্বে জেলা কমিটি এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা কমিটি গঠিত হবে। কমিটি দুইটি নিম্নরুপভাবে গঠিত হবে এবং তাদের কার্যাবলী নিচে বর্ণিত হলো-

জেলা কমিটি:

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ প্রতিনিধির নাম	কমিটিতে অবস্থান
০১	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সভাপতি
০২	ডিটিও (জেলা ট্রেনিং অফিসার)	সদস্য
০৩	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
০৪	প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
০৫	ডিডি এআই(ডেপুটি ডাইরেকটর, এআই)	সদস্য সচিব

উপজেলা কমিটি:

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ প্রতিনিধির নাম	কমিটিতে অবস্থান
০১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সভাপতি
০৩	ভেটেরিনারী সার্জেন	সদস্য
০৪	প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ ভেটেরিনারী সার্জেন-এর অবর্তমানে উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১. উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা থেকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য মানদন্ডের ভিত্তিতে ১ জন খামারীর নামের তালিকা তথ্য-উপাত্ত সহ জেলা কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

২. জেলা কমিটি সুপারিশকৃত খামারগুলো সরজমিনে যাছাই বাছাই পূর্বক জেলার জন্য চুড়ান্ত ভাবে প্রাধিকার অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২ জন খামারীর নাম (যাবতীয় তথ্যাদিসহ) চুড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত পিএমইউ-এলডিডিপি তে প্রেরণ করবেন।

জেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত তালিকা থেকে পিএমইউ নির্ধারিত সংখ্যক খামারীর নাম চুড়ান্ত করবে। পিএমইউ -এলডিডিপি কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

গ) প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন ঃ

প্রকল্প'র সংস্থান অনুযায়ী বায়োগ্যাস প্লান্ট প্রযুক্তি ব্যবহারে খামারীকে প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে।

১. বায়োগ্যাস প্লান্ট, গ্যাস জেনারেটর, হাইড্রোজেন সালফাইড সেপারেটর এবং সলিড ও লিকুইড সেপারেটর ব্যবহার বিষয়ে এলডিডিপি হতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

২. প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উল্লেখিত প্রযুক্তিসমূহ খামারী যথাযথভাবে অনুশীলন করবেন।

৩. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা ট্রেনিং অফিসার, ডিডিএআই বা তাঁদের প্রতিনিধি বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রমের তদারকি ও কারিগরী বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন।

পৃষ্ঠা-০৩

ঘ) চুক্তি স্বাক্ষর ঃ

বেসরকারী পর্যায়ে ডেইরি খামারীদের প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বর্ণিত সকল নিয়মাবলীর আলোকে নির্বাচিত খামারী এবং প্রকল্পের পিআইইউ এর মধ্যে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হবে। চুক্তিপত্রের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্রাম্প (৩০০.০০ টাকা মূল্যমান)-এ বর্ণিত শর্তাবলী (পরিশিষ্ট-ক) বিশেষভাবে উল্লেখ করে চুক্তিনামায় উভয়পক্ষ (১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ) স্বাক্ষর করে সংরক্ষণ করবেন।

উপর্যুক্ত নির্দেশাবলীর আলোকে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) থেকে যারা প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য মনোনীত হয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন তারা প্রকল্প প্রদত্ত নিয়ম ও চুক্তি মোতাবেক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খামারের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করবেন এবং ইহা অন্যান্য খামারীগণের জানা ও শেখার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ঙ) প্রদর্শনী সাইনবোর্ড স্থাপন ঃ

জনগণের অবগতির জন্য দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে (নমুনা অনুসারে) সাইনবোর্ড খামারীর নিজ খরচে লাগাতে হবে।

প্রদর্শনের জন্য সাইন বোর্ডের নমুনা ঃ

সাইন বোর্ডের পরিমাপ ঃ ৪ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২.৫ ফুট প্রস্থ (লোহার এ্যাংগেল ফ্রেমসহ সিআই শীটের তৈরী)

ক্লাইমেট স্মার্ট প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট

০১	খামারের নাম	:	
০২	খামারীর নাম	:	
০৩	ঠিকানা	:	গ্রামঃ.....; ইউনিয়নঃ..... উপজেলাঃ.....; জেলা ঃ.....
০৪	প্লান্ট স্থাপনের তারিখ	:	
০৫	প্লান্টের আকার	:	
০৬	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	:	

বাস্তবায়নে ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল,.....

সহযোগিতায়ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

LOOP

WORLD BANK

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প ★ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা ★

পৃষ্ঠা-০৪

বেসরকারী পর্যায়ে ডেইরি উদ্যোক্তার খামারে ক্লাইমেট স্মার্ট প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তিপত্র

অদ্য ---------------------------বঙ্গাব্দ-------------------------------খ্রীঃ তারিখে চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হলো ।

১ম পক্ষ:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল,-------------------- জেলা------------

বনাম

২য় পক্ষ:

জনাব/জনাবা------------------------------ পিতা/স্বামী----------------------------গ্রাম:------------------------

ইউনিয়ন: --------------------------উপজেলা -------------------------------------- জেলা-------------------

বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বেসরকারী পর্যায়ে ডেইরি উদ্যোক্তার খামারে ক্লাইমেট স্মার্ট প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প গাইডলাইন অনুযায়ী নিজস্ব জমিসহ অন্যান্য শর্তাবলী প্রতিপালনে ২য় পক্ষ সম্মত হওয়ায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল ------------------- (১ম পক্ষ) এবং জনাব------------------------ (২য় পক্ষ) এর মধ্যে অদ্য ----------বঙ্গাব্দ (-----------------২০২১ খ্রীঃ) তারিখে অত্র চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো ।

নির্মিতব্য ক্লাইমেট স্মার্ট প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সরকারী সকল নিয়ম কানুন মেনে যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরিচালনার নিমিত্ত ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের দায়িত্বাবলী উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হলো ঃ

<u>১ম পক্ষ ঃ</u>

১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে প্রকল্প হতে মধ্যে জনাব---------------এর খামারস্থ নিজস্ব জমিতে প্রকল্পের নির্ধারিত নকশা অনুযায়ী প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করা হবে;

২। প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ যাবতীয় কার্যাদি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে;

৩। নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে কোন প্রকার অনাকাঙ্খিত সমস্যা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ২য় পক্ষের সহায়তা গ্রহণ করবে।

৪। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ তাঁর প্রতিনিধি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৫। নির্মাণ শেষে প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্টটি সচল অবস্থায় ২য় পক্ষকে হস্তান্তর করা হবে;

৬। প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করবে।

<u>২য় পক্ষ ঃ</u>

১। প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের নিমিত্ত খামার সংলগ্ন উঁচু, পরিবেশ বান্ধব নূন্যতম ২০(কুড়ি) শতক জমি ১ম পক্ষকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন।

২। নির্মাণকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

৩। নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নকালে অনাকাঙ্খিত সমস্যা ও ঝুঁকির উদ্ভব হলে তা সমাধান ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ১ম পক্ষকে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবেন;

৪। প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণকাজ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন সমাপনান্তে প্লানটি পরিচালনা(বায়োগ্যাস সরবরাহ, বন্টন, বোতলজাতকরণ, জৈবসার প্যাকেটজাতকরণ, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি) নিমিত্ত ১ম পক্ষের সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ বা পদায়ন করবেন;

৫। আগ্রহী খামারীদের বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
ডাঃ........
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

৬। বায়োগ্যাস প্লান্টটি হস্তান্তরের পর প্লান্টের রক্ষনাবেক্ষণ ও আনুসংগিক ব্যয় ২য় পক্ষ বহন করবেন।

৭। প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট পরিচালনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সরবরাহকৃত ছক মোতাবেক উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।

৮। প্রদর্শনী বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে প্রকল্পের অনুমোদিত নকশার অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো ব্যয় ২য় পক্ষ নিজে বহন করবেন।

এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং ঐ তারিখ থেকেই প্রস্তাবিত জমি ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে গাইডলাইন এ বর্ণিত শর্ত মতে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন মর্মে বিবেচিত হবে। তবে জনস্বার্থে এবং প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তিপত্র-এ বর্ণিত যে কোন শর্ত পরিবর্তন/সংযোজন/পরিমার্জন করা যাবে। উভয় পক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে। অত্র চুক্তিতে যে সকল শর্ত উল্লেখ করা হয় নাই, তা দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিপালনে উভয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। এ ধরণের পরিবর্তন উভয় পক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে স্বাক্ষরিত হবে, যা চুক্তির অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

স্বাক্ষরকারী ঃ

১ম পক্ষ ঃ	২য় পক্ষ ঃ
স্বাক্ষরঃ	স্বাক্ষরঃ
নামঃ	নামঃ
পদবিঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল----------।	ঠিকানাঃ

স্বাক্ষী ঃ

স্বাক্ষী নং	১ম পক্ষ	স্বাক্ষী নং	২য় পক্ষ
০১	স্বাক্ষরঃ	০১	স্বাক্ষরঃ
	নামঃ		নামঃ
	পদবিঃ		পদবিঃ
০২	স্বাক্ষরঃ	০২	স্বাক্ষরঃ
	নামঃ		নামঃ
	পদবিঃ		পদবিঃ
০৩	স্বাক্ষরঃ	০৩	স্বাক্ষরঃ
	নামঃ		নামঃ
	পদবিঃ		পদবিঃ